ছোট ছোট রূপকথা

বিমান ঘোষরায়

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

এক জেলে ও তার জেলেনী	১১
রাজকন্যা ও তিন ভাই-এর গল্প	১৬
আইভানের ঘোড়া	২৩
মুশকিল আসান	২৯
আদ্যিকালের কথা	৩৪
ধোপার বীরত্বের কাহিনি	৩৮
বোধোদয়	৪২
প্যাঁচা ও কাঠঠোকরা	৪৫
বুড়ির বিড়াল	৪৯
বাসাবদল	৫২

ভূমিকা

একটা সময় ছিল যখন রূপকথার কাহিনি শোনার জন্য ছোটোরা পাগল হত। রূপকথার কাহিনি, জাতকের গল্প, তাল বেতালের উপাখ্যান শুনতে শুনতে নাওয়া খাওয়া অবধি ভুলে যেত এই সব কচিকাঁচার দল। এরা মা, ঠাকুমা, দিদিমার কোলের মধ্যে ঢুকে হা করে শুনত রাজপুত্র রাজকন্যার কাহিনি, কোটালপুত্রের কথা, ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর গল্প। ভয়ে কুঁকড়ে উঠত এরা অনেক সময় রাক্ষস খোক্কস্‌দের চেহারার বর্ণনা ও ওদের ভয়ংকর সব কীর্তিকলাপ শুনে। শুনে ভয় পেত ওরা ঠিকই আবার আশ্বস্তও হত যখন রাজপুত্রের হাতের ধারালো তরবারির ঘায়ে নিধন হত ওইসব চরিত্রের। তন্ময় হয়ে এসব কাহিনি শুনতে শুনতে কল্পনার রাজ্যে চলে যেত ওরা তখন। ভারি সুন্দর লাগত খুদে শ্রোতাদের মনের সেই ঘোর লাগা অবস্থা। ওদের সেই অনুভূতি। কিন্তু সে সব এখন আর কোথায়!

ছেলেভুলানো ছড়া দিয়ে ছোটোদেরকে শান্ত করার দিন এখন শেষ। বাড়িতে ঠাকুমা-দিদিমারা নেই। জ্যেঠিমা, কাকিমা, পিসিমারাও থাকে যে যার অন্যত্র। দস্যি ছেলেকে নিয়ন্ত্রণে আনবে কে এখন। মা বাবার সময় নেই। কাজে যান তাঁরা। দিনের শেষে ক্লান্ত দেহে ঘরে ফিরে রূপকথার কাহিনি কিংবা ঈশপের গল্প আর শোনানো হয় না তাই তাঁদের। তাঁরা ছেলেমেয়েদের হাতে ধরিয়ে দেন কেক, ক্যাডবেরি আর কমিক্‌স্। তাই নিয়েই সন্তুষ্ট ওরা। আপনমনে চকোলেট চোষে আর টিভি দেখে। টিভি দেখতে দেখতেই ঢিসুম ঢিসুম পড়ে। ঢিসুম ঢিসুমের মধ্যেই ডুবে থাকে ওরা এখন নিরবধি। এতেই ওদের তৃপ্তি।

রূপকথার কাহিনি রচিত হয় না তেমন আর। ঠাকুরমার ঝুলির দিনও গত। ভূতের গল্পও সেই সাথে। সব মিলিয়ে শিশু সাহিত্যেরও যেন আকাল এখন। ব্যাপক খরা চারদিক জুড়ে।

ঢিসুম ঢিসুম পড়ে আর টিভির বিজ্ঞাপন দেখে দেখে ছোটোদের চেহারা, চরিত্র, চালচিত্র দ্রুত পালটাচ্ছে। পালটাচ্ছে কিশোর কিশোরীদের শখ, সাধ, আহ্লাদ। ফলত তরুণ তরুণীদের আদবকায়দা ও জীবনযাপনের ধারা মোড় নিয়েছে এখন অন্য এক খাতে, যে খাতে সুস্থ জীবন নেই, সারল্য নেই, কল্পনা নেই। আছে শুধু লোভ, হিংসা, কপটতা আর সংঘর্ষ।

শিশুমনের মধ্যে ওদের সেই হারিয়ে যাওয়া সারল্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে এবং ওদের মনের গহীনে খুশির ঝিলিক আনতে সামান্য প্রয়াস নিয়েছি 'ছোট ছোট রূপকথা' গ্রন্থের মাধ্যমে।

এ গ্রন্থের অধিকাংশ গল্পই বিভিন্ন সময়ে সন্দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত সে সব গল্পের সাথে নতুন আরও কিছু গল্প সংযোজন করে সৃষ্ট এ গল্প সঙ্কলন। এর মধ্যে কিছু সংখ্যক রচনা বিদেশি গল্পের ছায়া বা ভাব অবলম্বনে লেখা।

গল্পের বিষয়বস্তু নিয়ে একদিন কথা হয় 'পুনশ্চ' প্রকাশনার কর্ণধার ও আমার বিশেষ পরিচিত শ্রী সন্দীপ নায়কের সঙ্গে। উনি আগ্রহ দেখাতে আর দেরি করিনি। রূপকথার পাণ্ডুলিপি তাঁর হাতে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হই।

এই পুস্তক প্রকাশনার সমস্ত কৃতিত্ব তাঁরই। ঝুঁকিও সেই সাথে। পাঠককুল এই বই পড়ে তৃপ্ত হলে নিঃসন্দেহে আনন্দ পাবেন যুগ্মভাবে লেখক ও প্রকাশক দু'জনেই সমানভাবে।

জানুয়ারি, ২০০৬
কলকাতা

বিমান ঘোষরায়

এক জেলে ও তার জেলেনী

নদীর ধারে থাকত এক গরিব জেলে আর তার বউ। ছোট্ট ভাঙা-চোরা নড়বড়ে এক কুঁড়েঘরে থাকত তারা। কিন্তু এভাবে থাকার জন্য জেলের কোনো দুঃখ আছে বলে মনে হত না। সে দিব্যি সুখেই থাকত। জেলেনীর কথা অবশ্য আলাদা। তার কোনো কিছুতেই সুখ নেই।

প্রত্যেকদিন সকালে জেলে তার ছোট্ট ডিঙিখানায় চেপে জাল আর ছিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। একার মনে একা। সারাদিন ধরে সে মাছ ধরে। মাছ ধরে এবং তা হাটে বিক্রি করে যা সামান্য পয়সা হাতে আসে তাই দিয়েই ওদের কায়ক্লেশে দিন চলে।

একদিন নদীতে ছিপ ফেলে একমনে চুপচাপ বসে আছে সে, এমন সময় তার মনে হল, বঁড়শির ফাতনাটা কয়েকবার যেন কেঁপে উঠল। এবং তারপরেই সেটা ভুক্ করে জলের তলে ডুবে গেল। জেলে আর একটুও দেরি না করে তার ছিপ ধরে দিল জোরসে বিষম এক টান। সঙ্গে সঙ্গে বঁড়শির মুখে আটকে উঠে এল বেশ বড়ো-সড়ো রুপোলি রঙ-এর একটা মাছ। মাছটা জেলেকে অনুনয় করে বলে, "দয়া করে আমাকে ছেড়ে দাও। আমাকে প্রাণে মেরো না। হাটেও বিক্রি কোরো না। তোমাকে বরং সত্যি কথাটাই খুলে বলি, আমি মোটেই কিন্তু মাছ নই। আসলে আমি এক রাজ্যের রাজকুমার। সৎমার অভিশাপে মাছ হয়ে নদীর জলে বাস করছি। আমি ভারি দুঃখী। আর দুঃখ দিয়ো না। অনুগ্রহ করে তুমি আমাকে জলে ছেড়ে দাও।" জেলে বলে, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। অত

কথা বলতে হবে না তোমাকে। ছেড়েই দিচ্ছি না হয় আমি তোমায়।" এই বলে সে মাছটাকে বঁড়শির মুখ থেকে সাবধানে মুক্ত করে জলে ছেড়ে দেয়। মাছ খুশি মনে সাঁতার কেটে নদীর জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে যায়।

বাড়ি ফিরে জেলে তার প্রাণাধিক প্রিয় জেলেনীকে সবিস্তারে মাছের কাহিনি খুলে বলে। শুনে জেলেনী কিন্তু একটুও খুশি হয় না। জেলে মাছ আনেনি, সে রাঁধবে কী ? খাবে কী, খাওয়াবেই বা কী ? মুখ হাঁড়ি করে বসে থাকে সে। তারপর বলে, "তুমি মাছটার কাছে কিছু একটা চাইতেও তো পারতে।" জেলে অবাক হয়ে প্রশ্ন করে তার জেলেনীকে, "কী আর চাইতাম তার কাছে বলো। কীসের অভাব আমাদের ?"

জেলেনী অবাক হয়ে গালে হাত দেয়। সত্যি, তার জেলের মাথায় যদি এতটুকু বুদ্ধিশুদ্ধিও থাকত! তারপর বলে, "এরকম একটা পচা কুঁড়েঘরের মধ্যে পড়ে আছি আজ বছরের পর বছর। সামান্য ঝড় জল হলে চিন্তায় ভাবনায় যেন মাথায় বাজ পড়ে। একটু ভালোভাবেও তো থাকতে ইচ্ছে করে মানুষের। এখন যাও, মাছের কাছে গিয়ে বলো যে আমরা ছবির মতো ছোট্ট সুন্দর একটা বাড়িতে থাকতে চাই। পারো না বলতে একথা মাছকে ?"

জেলেনী তার কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর শুরু করে দেয়। ওর স্বভাবই এরকম। কী আর করবে তখন জেলে বেচারা। শেষ পর্যন্ত যেতেই হয় তাকে নদীর পথে। নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে রূপালি সেই মাছকে ডাকতেই সে ভুস্ করে মাথা তোলে। জেলেকে জিজ্ঞেস করে, "কী হল আবার তোমার জেলে, কী মনে করে ?

জেলে হাত কচলে বলে, "কী আর তোমায় বলব, আমার জেলেনী আমার বাপ ঠাকুর্দার আমলের অত চমৎকার খোলামেলা ঘরে নাকি আর থাকতে পারছেনা। ও এখন শহরের বাবুদের মতো পাকা একটা বাড়িতে থাকতে চায়।" মাছ বলে, "বেশ তো, ঐরকম বাড়িই না হয় তার হবে।"

নদীর ধার থেকে ফিরে এসে জেলে দেখে কোথায় তাদের সেই কুঁড়েঘর। কোনো চিহ্নই নেই তার। সে জায়গায় এসে গেছে চারদিকে লতায় পাতায় ঘেরা ভারি চমৎকার ছিমছাম ছোট্ট একটা বাড়ি। বাড়ির চারপাশে ফুলের গাছ, ফলের গাছ। রঙ-বেরঙয়ের ফড়িং আর প্রজাপতির উৎসব যেন সেখানে। এখানে সেখানে কাঠবেড়ালিরা নিজেদের খেয়ালখুশি মতো ঘুরছে বেড়াচ্ছে। আর গাছের ডালে ডালে কতরকম পাখিদের যে মেলা। ওদের কিচির মিচিরে কান পাতাই যেন দায় হয়ে ওঠে। কী সুন্দর দৃশ্য ! জেলে চারদিক তাকিয়ে দেখে খুশিই হয়। জেলেনী জেলেকে জিজ্ঞেস করে, "কী, সুন্দর না বাড়িটা ?" জেলে উত্তরে বলে, "খাসা।"

কিছুদিন যেতে জেলেনী বলে, "বাড়িটা সুন্দর বটে কিন্তু বড্ড ছোটো। আর একটু বড়ো বাড়ি হলে ভালো হত, তাই না ?"

জেলে বলে, "জেলেনী, এই ছোট্ট বাড়িটাই আমাদের দু'জনের পক্ষে যথেষ্ট। এর চেয়ে বড়ো বাড়ি কী দরকার আমাদের ?"

জেলেনী রেগে ওঠে। বলে, "হ্যাঁ দরকার। একশো বার দরকার। এখন যাও দেখি, দয়া করে মাছের কাছে গিয়ে বেশ বড়োসড়ো একটা বাড়ির কথা ভালো করে গুছিয়ে বলে আসো তো দেখি।"

কী আর করে তখন জেলে। ধীরে ধীরে, গুটি গুটি পায়ে নদীর ধারে যায় সে আবার সেদিনের মতো। আবার মাছকে ডাকে। মাছ মাথা তুলে জিজ্ঞেস করে, "কী চাই তোমার জেলে ? কী বারতা ?"

জেলে বলে, "আর ভাই বোলো না, আমার জেলেনীর এখন একটা বড়ো বাড়ির খুব শখ হয়েছে।" মাছ বলে, "ঠিক আছে, তাই হবে নাহয় তার।"

মাছের সাথে কথা শেষ করে জেলে বাড়ির পথে হাঁটে। দূর থেকে সে তাদের নতুন বাড়িটা দেখতে পেয়ে অবাক হয়। বিশাল সাতমহলা বাড়ি। আগাগোড়া কী সুন্দর গাঢ় রঙ বাড়িটার। আরো কাছে আসতে দেখে, চমৎকার দরজা জানালা। আর প্রত্যেকটা জানালায় সুন্দর ভারি দামি পর্দা ঝুলছে।

জেলে বাড়ি ঢুকতেই জেলেনী ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ওপর থেকে তর-তর করে নীচে নেমে আসে। জেলেকে জিজ্ঞেস করে, "কী, ভালো হয়েছে না বাড়িটা?" জেলে বলে, "খু-উ-ব।"

জেলেনী তখন তড়বড় করে তার জেলেকে বলে, "তোমার সেই মাছের কাছে এক্ষুনি আর একবার যাও তো দেখি। গিয়ে বলো, সুন্দর সুন্দর জামা-কাপড়-পোশাক চাই। দাস দাসী, চাকর চাকরানি চাই। ভালো ভালো খাবার চাই। আর বিস্তর টাকা-পয়সা চাই।"

জেলে প্রচণ্ড রেগে ওঠে। "এইমাত্র এলাম মাছের কাছ থেকে, আবার এক্ষুনি ছুটতে হবে? আর অত অত জিনিস কী করে আমি চাই তার কাছে? মাছই বা কী মনে করবে?"

জেলেনী বলে, "লক্ষ্মী জেলে, একবারটি যাও মাছের কাছে। শুধু এইবারের মতো যাও। দেখো, এত সুন্দর বাড়ি, কিন্তু কী আমাদের সাজ-পোশাকের ছিরি! তাছাড়া, এত বড়ো বাড়িতে লোকজন না থাকলে ফাঁকা ফাঁকাও তো লাগে। আর ভালোমন্দ কিছু খেতেও তো হবে আমাদের, তাই না গো! আমার বড়ো ইচ্ছে, তোমাকে আজ আমি রাধাবল্লভী আর কৃষ্ণবল্লভ খাওয়াই।" জেলে বলে, "তুমি বড়ো লোভী, জেলেনী।" জেলেনী ফিক করে হাসে।

নদীর পথে যেতে যেতে জেলে জেলেনীর মুণ্ডুপাত করে। তারপর নদীর ধারে গিয়ে মাছকে ডাকে। ডাকতেই সে জল থেকে মাথা তোলে। জিজ্ঞেস করে, "আবার কী চাই তোমার জেলেনীর?" জেলে সব খুলে বলে। মাছ তখন বলে, "ঠিক আছে, যা চায় তাই পাবে তোমার জেলেনী।"

বাড়ি ফিরে সব দেখেশুনে জেলের মুখ দিয়ে যেন আর কথা সরে না। এ সব কী ব্যাপার, জন্মেও সে কোনোদিন দেখেনি এসব। দাস-দাসী, চাকর-চাকরানি ওপর থেকে নীচে, নীচে থেকে ওপরে দৌড়ে দৌড়ে যেন গলদঘর্ম হচ্ছে। প্রত্যেকেই নানান কাজে ব্যস্ত। কেউ ঘর পরিষ্কার করছে, কেউ বাসন মাজছে, কেউ তরকারি কুটছে, কেউ বা বাটনা বাটছে। জেলে প্রায় ভিড়মি খেয়েই পড়ছিল কিন্তু জেলেনী তাড়াতাড়ি ছুটে এসে তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানার ওপর শুইয়ে দেয়। একটু সুস্থ হতে জেলে চোখ মেলে দেখে মখমলের মতো নরম, পুরু গদির সুন্দর এক বিছানায় সে শুয়ে আছে। বিছানার চাদর বালিশ সাদা ধবধব করছে, যেন বকের পালক।

জেলেনীর দিন এইভাবে প্রাচুর্যের মধ্য দিয়ে দিব্যি কেটে যাচ্ছিল। বেশ আরামে। তারপর, কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ একদিন তার ইচ্ছে হয় যে সে দেশের রানি হবে। জেলেকে তার ইচ্ছের কথা বলতেই সে বেচারা তো বেজায় আঁতকে ওঠে। উঃ, কী সাংঘাতিক তার জেলেনী! রানি হতে চায় একেবারে! রানি হওয়া কি সোজা কথা! সে সাবধান করে দেয়, "খবরদার জেলেনী, এরকম ইচ্ছে একদম কোরোনা। এত লোভ ভালো নয়। আর ভেবে দেখো তুমি একবার, মাছ-ই বা কাঁহাতক তোমার সর্ব ইচ্ছে পূরণ করে যাবে। হাজার হোক, মাছ তো। সম্ভব এত?" কিন্তু জেলেনী ততক্ষণে তার মাথা কুটতে শুরু করে দিয়েছে। কেঁদে কেঁদে দু'চোখ লাল করে বলে, "যাও, যাও লক্ষ্মীটি, জেলেটি, মানিকটি, শুধু এবারকার মতো মাছের কাছে যাও তুমি। শুধু এইবারটি। আর কক্ষনো কিছু চাইব না তোমার কাছে। এইবারই শেষ।"

মুখ বাংলার পাঁচ করে জেলে বাড়ি থেকে বের হয়। বের হয়ে পায়ে পায়ে নদীর ধারে যায়। যেয়ে মাছকে ডাকে। মাছ মাথা তুলতে জেলে ইতস্তত করতে থাকে। বলতে পারে না কিছু। মাছ তাগাদা দেয়। জিজ্ঞেস করে, "কী, ডাকছিলে কেন?" জেলে তখন কাঁচুমাচু মুখে সব কথা খুলে বলে মাছকে। জেলেনীর সাধের কথা, ইচ্ছের কথা, সব। মাছ বলে, "সে আর এমন কী। ফিরে গিয়ে দেখবে, তোমার জেলেনী রানি হয়েছে।"

জেলে এবার বাড়ির পথে পা বাড়ায়। কিন্তু তার বাড়ি আর তখন বাড়ি নেই। বিশাল রাজপ্রাসাদ তৈরি হয়েছে সেখানে। সৈন্য-সামন্ত, লোক-লশকর চারদিকে যেন গিজগিজ করছে। রানির দুর্গে হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, অস্ত্রাগারে ঢাল, তলোয়ার, তির-ধনুক, সড়কি, বল্লম আরও কত কী। জেলে হতবাক একদম। কী করবে ভেবে পায়না সে। তারপর একসময় বুদ্ধি করে পাইক বরকন্দাজের ফাঁক দিয়ে সুরুৎ করে গলে গিয়ে সোজা রানির দরাবারে গিয়ে হাজির একেবারে। রানি, অর্থাৎ তার সাধ্বী জেলেনী তখন পাত্র, মিত্র, অমাত্য পরিবেষ্টিত হয়ে সোনার সিংহাসনের ওপর বসে, রূপোর সুদৃশ্য পাদানির ওপর দুই পা লম্বা করে বিছিয়ে দিয়ে দিব্যি সুন্দর বসে আছে। দু'পায়ে তার মল। মাথায় সোনার মুকুট। অঙ্গে তার রানির বেশ। সারা দেহে হিরা মুক্তা চুনি পানার অলঙ্কারই কত তার। জেলে নয়নভরে দেখে। দেখে আশ যেন আর তার মেটে না। সে এগিয়ে গিয়ে কানে কানে তার জেলেনীকে জিজ্ঞেস করে, "জেলেনী, তুমি রানি হয়েছো?" জেলেনী একগাল

হেসে বলে, "হ্যাঁ, হয়েছি।" "খুশি হয়েছো তুমি?"— জেলে আবার প্রশ্ন করে জেলেনীকে। জেলেনী ঘাড় নেড়ে বলে, "হ্যাঁ।"

এইভাবে রাজ-রাজেন্দ্রাণীর দিন কাটে। মহা সুখে, পরম তৃপ্তিতে। তা আরামে বিরামে জেলেনীর দিন কাটতে দেখে জেলে খুব খুশি। ও ভাবে, জেলেনী তো এখন রানি, আর তবে কিছু চাইবার নেই ওর নিশ্চয়ই। মাছের কাছে আর তাহলে যেতে হচ্ছে না ওকে। বাঃ, নিশ্চিন্ত। মাছেরও শান্তি।

কিন্তু জেলে ভাবে এক, হয় আরেক। ভোর হতে না হতেই রানির ঘুম ভেঙে যায় একদিন। ঘুম ভেঙে দুগ্ধ ফেননিভ শয্যার ওপর শুয়ে রানি আয়েশ করে। হাই তোলে। আড়মোড়া কাটে। আঙুল ফোটায়। শোবার ঘরের বিস্তৃত জানালা দিয়ে আকাশের দিকে আনমনে তাকিয়ে থাকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে রানি দেখে ভোরের সূর্য একটু একটু করে উঠতে শুরু করেছে সবে। সূর্যের লাল আভায় আকাশের পুব দিকটা ধীরে ধীরে কী সুন্দর রাঙা হয়ে উঠছে যেন। অন্যমনস্কভাবে সেদিক পানে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ জেলেনীর মাথায় নতুন একটা ইচ্ছে জেগে ওঠে। সে আর স্থির থাকতে পারে না। ছটফট করে। তারপর কনুই-এর এক ধাক্কায় জেলেকে তুলে দেয় সে। বেচারা তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। জেলেকে তুলে দিয়ে জেলেনী বলে, "শিগগির একবার মাছের কাছে যাও। এক্ষুনি, এই মুহূর্তেই। যেয়ে বলো, রানি আজ থেকেই চন্দ্র সূর্যের অধিশ্বরী হতে চায়। ওরা রানির খাস তালুকের প্রজার মতো থাকবে। রাজপ্রাসাদের নির্দিষ্ট কক্ষে যে যার বাস করবে। রানির আদেশে ওরা আকাশে উঠবে আবার রানির কথাতেই ওরা আকাশ থেকে রাজপ্রাসাদের অলিন্দে নেমে আসবে।

জেলের ঘুমের ঘোর তখনো কাটেনি। কিন্তু জেলেনীর উদ্ভট ইচ্ছের কথা শুনেই তার ঘুম কেটে যায় তৎক্ষণাৎ। সে কাতর কণ্ঠে জেলেনীকে প্রশ্ন করে, "জেলেনী, এ তুমি কী বলছো যা তা?" জেলেনী তার নরম পাশবালিশের ওপর দমাস করে একটা কিল মেরে বলে, "মোটেই যা তা নয়, ঠিকই বলছি আমি। চন্দ্র সূর্য আজ থেকে আমার খাস তালুকের প্রজা। আমার আদেশে ওরা চলবে। আমার কথায় ওরা আকাশ থেকে পৃথিবীকে আলো দেবে, আবার আমার কথাতেই ওরা আকাশ থেকে নেমে এসে রাজপুরীর অন্দরমহলে আশ্রয় নেবে। আমিই ওদের আশ্রয় দেব। যাও তুমি এখন জেলে, আর একদম দেরি কোরো না। এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ো।"

জেলে যারপরনাই হতাশ বোধ করে। নদীর ধারে যেতে ইচ্ছে করে না তার একটুও। কিন্তু রানির আদেশও ওদিকে আবার শিরোধার্য। তা না করলে গর্দানই হয়তো যাবে তার। কী আর করে, এক পা দু পা করে যায় ও শেষ পর্যন্ত নদীর ধারে। যেয়ে ডাকে ও মাছকে। মাছ জল থেকে মাথা তুলে জিজ্ঞেস করে, "কী চায় এবার তোমার জেলেনী এই সাত সকালে?" জেলে মাথা নীচু করে বলে, "কী আর ভাই বলব তোমায় আমার জেলেনীর কথা। মাথাটাই বুঝি ওর খারাপ হয়ে গেছে। এখন ও জেদ ধরেছে যে চন্দ্র সূর্যেরও প্রভু হবে সে। চন্দ্র সূর্য হবে এখন থেকে তার বশংবদ প্রজা। ওর কথাতেই উঠবে বসবে। বোঝো একবার।

জেলেনীর ইচ্ছের কথা শুনেই তো মাছ হা হা করে হাসতে শুরু করে। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায় ওর। পরে একসময় হাসি থামিয়ে গম্ভীর মুখে ও বলে, "আচ্ছা, যাও তবে এখন। বাড়ি যাও। বাড়ি যেয়ে দেখবে, আগের সেই কুঁড়েঘরেই ফিরে গেছো তোমরা আবার। এবং আগের সেই অবস্থাতেই। বুঝলে তো এবার ব্যাপারটা?" □